রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা।

রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫

রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫

প্রস্তাবনা

বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাণিজ্যের ফলে বাজার অর্থনীতি ক্রমবিকাশে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও বহির্মুখী করে তোলা বাণিজ্য নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে এনে মহিলাদের বাণিজ্য প্রসারক কর্মকান্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন। এর ফলে আমাদের অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় হবে এবং তা পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতার অধিকতর শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বাণিজ্য প্রসারে সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডবিণ্টউটিও) প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে সরকার ডবিণ্টউটিও'র নিয়ম কানুন ও বাধ্যবাধকতা মেনে বাণিজ্য নীতি আধুনিকায়ন ও সহজিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আসছে।

বিশ্বায়নের ফলে বাণিজ্য উদারিকরণের প্রেক্ষাপটে আন্তঃবৈদেশিক বাণিজ্য তীব্র এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে সুসংহত ও টেকসই রাখার পাশাপাশি আরও সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশলি ও বহির্মূখীকরণের উদ্দেশ্যে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডবিণ্টউটিও এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়ে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহের সহজ ও কার্যকর প্রবেশাধিকার অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ প্রণয়নকালে নানাবিধ দিক নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত 'রূপকল্প-২০২১ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল ২০২১ সালের মধ্যে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশেকে মাধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। জাতীয় আয়ের উচ্চ হার প্রবৃদ্ধির জন্য রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অপরিহার্য। বর্তমান রপ্তানি নীতিতে এ বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রপ্তানি সুসংহতকরণ ও বিকাশের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়াও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও কমপণ্টায়েন্সের বিভিন্ন শর্ত প্রতিপালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। তা'ছাড়া বিশ্বায়নের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির গতি প্রকৃতি আমাদের রপ্তানি বাজারকে প্রভাবিত করছে। তাই বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতির উপর মনিটর অব্যাহত রাখা হবে। একই সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রীতি-নীতি সম্পর্কে রপ্তানিকারকদের দক্ষতা আরো বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস নেয়া হবে।

রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো মানসম্মত পণ্যের উৎপাদন। দেশীয় শিল্পায়নের জন্য শিল্পনীতিতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা দেশের রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বিশ্বের বাজারে পাট ও চামড়া শিল্পের বহুমুখীকরণকৃত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এজন্য পাট ও চামড়া শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বাজার সুবিধা সৃষ্টির জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া হালকা প্রকৌশল শিল্প, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, ঔষধ, কম্পিউটার সফটওয়্যার ইত্যাদি সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতের উন্নয়নেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে মহিলাদের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারী-পুরুষ আয়-বৈষম্য হ্রাসকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় ও মজবুত করতে বর্তমান রপ্তানি নীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
রপ্তানির বর্তমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে দেশজ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, কারখানার উৎপাদন পরিবেশ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়গুলো প্রতিপালনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে, পণ্যের গুণগত মানের উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি, পণ্য ও তার বাজার বহুমুখীকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন আমাদের সমস্ত জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর তুলনামূলক সুবিধাকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় রূপান্তর করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে শ্রম-নির্ভর রপ্তানি শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণের প্রণোদনা প্রদান, স্বল্প সুদে রপ্তানি ঋণ প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পশ্চাৎ ও অগ্র-সংযোগ শিল্প গড়ে তোলায় উৎসাহিতকরণ, ইউটিলিটি সার্ভিসের উন্নয়ন, রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন পরীক্ষাগার স্থাপন, বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প এলাকা বা ক্লাস্টার গড়ে তোলা, রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্যকরণ, বাজার ও প্রযুক্তি সম্পর্কে উৎপাদকদের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে সরবরাহকরণ, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পণ্য খালাস পদ্ধতি আরও সহজীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। বাণিজ্য উদারিকরণের এ যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ডব্লিউটিও'র চুক্তিসমূহের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী বাণিজ্য নীতি আধুনিকায়ন ও সহজিকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বর্তমান বাণিজ্য নীতিতে স্থান পেয়েছে।

রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ এ দেশীয় রপ্তানিমুখী শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রপ্তানি পণ্যের নিরবিচিছন্ন সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষে সরবরাহ সংক্রান্ত বাধাগুলো পরিহার এবং রপ্তানিকারদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ইতোমধ্যে ৫টি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপে পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর পরিধি পর্যায়ক্রমে আরো বাড়ানো হবে। বিশ্ব মন্দার প্রেক্ষাপটে যেখানে অনেক দেশের রপ্তানি কমেছে সেখানে ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় যথাক্রমে ১০.৩১%, ৪.১১%, ৪১.৪৯% ও ৫.৯৩% বেড়েছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও বণিক সমিতি, চেম্বার, গবেষণা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ ও সংস্থা সমন্বয়ে গঠিত কনসালটেটিভ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ দেশের রপ্তানিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে গতি প্রদান করবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

সূচী

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রথম অধ্যায়	শিরোনাম, লক্ষ্য, কলা-কৌশল, প্রয়োগ ও পরিধি	১-৩
২	দ্বিতীয় অধ্যায়	রপ্তানির সাধারণ বিধানাবলী	৪-৮
৩	তৃতীয় অধ্যায়	রপ্তানি বহুমুখীকরণ পদক্ষেপ	৯-১১
৪	চতুর্থ অধ্যায়	রপ্তানির সাধারণ সুযোগ- সুবিধা	১২-১৮
৫	পঞ্চম অধ্যায়	রপ্তানির পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি	১৯-২৫
৬	ষষ্ঠ অধ্যায়	সেবা রপ্তানি	২৬
৭	সপ্তম অধ্যায়	রপ্তানি উন্নয়নের বিবিধ পদক্ষেপসমূহ	২৭
৮	পরিশিষ্ট-১	রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা	২৮
৯	পরিশিষ্ট-২	শর্তসাপেক্ষে রপ্তানি পণ্যের তালিকা	২৯

প্রথম অধ্যায়

শিরোনাম, লক্ষ্য, কলা-কৌশল, প্রয়োগ ও পরিধি

১.০ শিরোনাম

এ নীতি রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ নামে অভিহিত হবে।

১.১ রপ্তানি নীতির লক্ষ্য (Objectives)

১.১.১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বায়নের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি ব্যবস্থাকে (trade regime) যুগোপযোগী ও উদারীকরণ করা;

১.১.২ শ্রম (বিশেষ করে মহিলা শ্রম) নির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ;

১.১.৩ রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে দেশী বিদেশী উৎস হতে কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা;

১.১.৪ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের বহুমুখীকরণ;

১.১.৫ পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন করা;

১.১.৬ ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স ব্যবহার করে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি;

১.১.৭ রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন, কম্পিউটার প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা;

১.১.৮ রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা;

১.১.৯ নতুন নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও বর্তমান রপ্তানিকারকদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করা;

১.১.১০ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করা; এবং

১.১.১১ পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রীতিনীতি সম্পর্কে বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্যক ধারণা প্রদান করা ইত্যাদি।

১.২ বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy)

১.২.১ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো’র (ইপিবি) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা বোর্ডসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ সহায়তা প্রদান করা;

১.২.২ ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি জোরদার করে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা;

১.২.৩ রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগে “পণ্যভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল” গঠন কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা;

১.২.৪ বিদেশে পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ড় মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করা;

১.২.৫ অটোমেশন ও ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে রপ্তানি সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা;

১.২.৬ Cost of doing business কমিয়ে রপ্তানি পণ্যসমূহকে অধিকতর প্রতিযোগী করা, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং লীড টাইম কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদান করা;

১.২.৭ রপ্তানি বহুমুখীকরণে রপ্তানি বাজার ও প্রযুক্তি সম্পর্কে রপ্তানিকারকদেরকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা;

১.২.৮ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিণ্টষ্টদের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং আরো খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা;

১.২.৯ ট্রেডিং হাউস ও রপ্তানি হাউসসহ বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা;

১.২.১০ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য আন্ড়র্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করা;

১.২.১১ পণ্যের ডিজাইন উন্নয়নে পণ্যভিত্তিক ডিজাইন সেন্টার স্থাপনে উৎসাহিত করা;

১.২.১২ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উৎপাদনকারীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

১.২.১৩ রপ্তানি বাণিজ্যে উলেণ্টখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী দেশসমূহের কর্মপদ্ধতির সংগে রপ্তানিকারকদের পরিচিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা;

১.২.১৪ অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদানসহ রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্ন আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা (Incentive) প্রদান করা;

১.২.১৫ রপ্তানিতে লীড টাইম কমিয়ে আনার জন্য বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

১.২.১৬ পণ্য পরিচিতি (Product Branding) ও বহুমুখীকরণ (Diversification)-এর জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষন উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্ড়র্জাতিক মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা;

১.২.১৭ বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের ও সেবা খাতের বাজার সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১.২.১৮ দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া;

১.২.১৯ নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন, পণ্য বহুমুখীকরণ, অধিক পণ্য রপ্তানি ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন খাতে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকদেরকে **সিআইপি** মর্যাদা ও **জাতীয় রপ্তানি ট্রফি** প্রদান করা;

১.২.২০ "রপ্তানি সংক্রান্ড় জাতীয় কমিটি" কর্তৃক প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এক বা একাধিকবার দেশের রপ্তানি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

১.২.২১ "রপ্তানি সংক্রান্ড় জাতীয় কমিটি" এর সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নের জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্স কর্তৃক নিয়মিতভাবে সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা; এবং

১.২.২২ ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো-এর সভাপতিত্বে এফবিসিসিআইসহ বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত রপ্তানি মনিটরিং কমিটি কর্তৃক রপ্তানির বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ তৈরী করা।

১.৩ প্রয়োগ ও পরিধি

১.৩.১ ভিন্নরূপ উলিণ্টখিত না হলে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ বাংলাদেশ হতে সকল ধরণের পণ্য ও সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

১.৩.২ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের দিন হতে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ড় বলবৎ থাকবে। তবে পরবর্তী রপ্তানি নীতি জারী না হওয়া পর্যন্ড় এই রপ্তানি নীতি কার্যকর থাকবে;

১.৩.৩ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় এই নীতি প্রযোজ্য হবে;

১.৩.৪ ট্যাক্স/ট্যারিফ সংক্রান্ড় কোন বিষয়ে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত কোন সিদ্ধান্ড় রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাবে;

১.৩.৫ এ নীতিতে যাহা কিছু থাকুক না কেন, অন্য কোন সরকারী আদেশে রপ্তানি সংক্রান্ড় সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ড় জারী করা হলে তা যদি এ রপ্তানি নীতির কোন বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ হয়, তবে উক্ত সরকারী আদেশ রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাবে; এবং

১.৩.৬ সরকার বছরে অন্ড়তঃ একবার এই নীতি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে ইহার যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রপ্তানির সাধারণ বিধানাবলী

২.০ **পণ্য রপ্তানিতে প্রতিপালনীয় বিধি-বিধানঃ-**

বাংলাদেশ হতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নীতিতে বর্ণিত অথবা এতদ্‌বিষয়ক অন্য কোন আইনে বর্ণিত শর্তাবলী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ড় বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী পালন এবং উহাদের আওতায় নির্ধারিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে।

২.১ **পণ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ**- এ নীতির অধীনে পণ্যের রপ্তানি নিম্নরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, যথাঃ-

২.১.১ **রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য**- ভিন্নরূপ উলিণ্ঢখিত না হলে, এ নীতিতে উলিণ্ঢখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করা যাবে না। রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ প্রদত্ত হয়েছে।

২.১.২ **শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি-** যে সকল পণ্য কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য সে সকল পণ্য উক্ত বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো।

২.২ **রপ্তানিযোগ্য পণ্য-** ভিন্নরূপ উলিণ্ঢখিত না হলে, পরিশিষ্ট-১ এ উলিণ্ঢখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য এবং পরিশিষ্ট-২ এ যে সকল পণ্য কতিপয় বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানির কথা বলা হয়েছে সে সকল পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য অবাধে রপ্তানিযোগ্য হবে।

২.২.১ এ নীতিতে বর্ণিত বিধি-বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নাঃ

২.২.১.১ বিদেশগামী জাহাজ, যান অথবা বিমানের ভান্ডার (Store), যন্ত্রপাতি (equipment) অথবা মেশিনের যন্ত্রাংশ এবং রন্ধনশালার অংশ হিসাবে ঘোষিত পণ্য অথবা নাবিক অথবা উক্ত জাহাজ, যান অথবা বিমানের ক্রু ও যাত্রীদের সংগে বহনকৃত ব্যাগেজ;

২.২.১.২ নিম্নোক্ত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নমুনা (sample) রপ্তানি-

(অ) নিষিদ্ধ তালিকা বহির্ভূত সকল পণ্য;

(আ) এফওবি (free on board) মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি রপ্তানিকারক কর্তৃক বার্ষিক সর্বাধিক ৭,০০০/- মার্কিন ডলারের পণ্য (ঔষধ ব্যতীত);

(ই) নমুনা হিসাবে বিনা মূল্যে প্রেরিত পণ্য, তবে শর্ত থাকে যে,ঔষধের ক্ষেত্রে ঃ
(১) রপ্তানি এলসি (Letter of Credit) বা ঋণপত্র ব্যতিরেকে বছরে সর্বোচ্চ ৬০,০০০ মার্কিন ডলার, অথবা
(২) প্রতি এলসি বা ঋণপত্রের বিপরীতে মোট এলসি/ ঋণপত্র মূল্যের ১০% বা সর্বোচ্চ ১০,০০০ মার্কিন ডলারের ঔষধ যেটি কম হবে।
(৩) প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক কেস টু কেস পরীক্ষা করে এ সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে;

(ঈ) ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/- মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরী পোষাকের নমুনা;

(উ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্ডেড হীরা প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান অথবা মূসক (ভ্যাট) কমিশনারেট হতে উৎপাদক হিসাবে মূসক

নিবন্ধিত হীরা/হীরা খচিত স্বর্ণালংকার প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অথবা রপ্তানি বাজার উন্নয়নকল্পে প্রদর্শনীর নিমিত্ত বার্ষিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের কাট ও পলিশড হীরা এবং হীরা খচিত স্বর্ণালংকার নমুনা হিসেবে প্রেরণ করতে পারবে এবং প্রদর্শনী শেষে তা দেশে ফেরৎ আনতে হবে। তবে প্রদর্শনী শেষে-তা বিক্রয় করা হলে বিক্রিত অর্থ বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে প্রত্যাবাসন করতে হবে। প্রত্যাবাসিত অর্থের পরিমাণ নমুনা হিসাবে প্রেরিত মূল্যের কম হতে পারবে না;

(ঊ) প্রমোশনাল মেটেরিয়্যালের (ব্রশিয়ার, পোস্টার, লিফ্লেট, ব্যানার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যে কোন মূল্য বা ওজন;

(ঋ) ১,০০০/- মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকার উপহার সামগ্রী বা গিফ্ট পার্সেল;

(এ) বাংলাদেশের বাইরে ভ্রমণকারী ব্যক্তির বৈধ (Bonafide) ব্যাগেজ; এবং

(ঐ) সরকার কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে রপ্তানি পণ্য ।

২.২.২ "নমুনা" বা স্যাম্পল বলতে বাণিজ্যিক মূল্যহীন সহজে সনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমাণ পণ্যকে বুঝাবে; এবং

২.২.৩ "গিফ্ট পার্সেল" বলতে ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসে প্রেরিত কোন উপহার সামগ্রীকে বুঝাবে।

২.৩ **রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ক্ষমতা-** উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সরকার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত কোন নিষিদ্ধ পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করতে পারবে। ইহা ছাড়া সরকার বিশেষ বিবেচনায় কোন পণ্য রপ্তানি, রপ্তানি-কাম-আমদানি অথবা পুনঃরপ্তানির অনুমতিপত্র (authorization) জারী করতে পারবে।

২.৪ অন্ত্রাপো ও পুনঃরপ্তানিঃ

২.৪.১ "অন্ত্রাপো বাণিজ্য" অর্থ এরূপ বাণিজ্য যে ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কোন পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে পণ্য মূল্য অন্যূন ৫% এর অধিক মূল্যে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানি করা হয়, যা বন্দর সীমানার বাহিরে আনা যাবে না, তবে অন্য কোন বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে পণ্য পরিবহন করা যেতে পারে।

২.৪.২ **অন্ত্রাপো বাণিজ্যের লক্ষ্যে আমদানিঃ** আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে প্রদত্ত Import permit on returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অন্ত্রাপো বাণিজ্যের নিমিত্ত পণ্য আমদানি করা যাবে এবং উক্তরূপ অন্ত্রাপো আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষণায় অন্ত্রাপো বা সাময়িক আমদানি (Temporary Import) কথাটি উলেণ্ডখ থাকতে হবে।

২.৪.৩ আমদানি ও রপ্তানি বন্দর একই হলে আমদানিকৃত পণ্য বন্দরের বাহিরে নেয়া যাবে না।

২.৪.৪ আমদানি ও রপ্তানি বন্দর ভিন্ন হলে ডিউটি ড্র-ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ অথবা ১০০% ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রপ্তানি বন্দরে স্থানান্তর পূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য রপ্তানি করতে হবে।

২.৪.৫ অন্ত্রাপো'র আওতায় "আমদানি মূল্য" বলতে বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের ঘোষিত সিএফআর (Cost and Freight) মূল্যকে বুঝাবে।

২.৪.৬ "পুনঃরপ্তানি" অর্থ স্থানীয়ভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকৃতির যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সহিত ন্যূনতম ১০% মূল্য সংযোজনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাবে।

২.৪.৭ এক্ষেত্রে আমদানি মূল্য বলতে পুনঃরপ্তানির জন্য বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্যকে বুঝাবে।

২.৪.৮ তৈরী পোশাক রপ্তানির পর ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তা ফেরত আসলে বন্দর হতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে ঃ

(১) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে যে সকল তৈরী পোশাক রপ্তানি করা হয়েছে তা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে উহা ফেরত আসার প্রেক্ষিতে বন্দর হতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই) কর্তৃক তা খালাস ও পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।

(২) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বিহীন অথবা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারপূর্বক রপ্তানিকৃত ত্রুটিযুক্ত তৈরী পোশাক ফেরত আসলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ১ (এক) বছরের মধ্যে পুনঃরপ্তানি করা অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক রপ্তানিকৃত পণ্য ফেরত আনা যাবে। তবে, অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী পণ্য পুনঃরপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে প্রচলিত মূসক আইন অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে মূসক প্রদান সাপেক্ষে মূসক-১১ অনুযায়ী গৃহীত রেয়াতের সমপরিমাণ মূসক পরিশোধ সাপেক্ষে (শুধুমাত্র স্থানীয় কাপড়ের ক্ষেত্রে) স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যাবে।

২.৪.৯ **ত্রুটিযুক্ত কাপড় ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ঃ**

(১) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই) পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করবেন।

(২) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকলে *Buyer-Seller* এর দ্বিপাক্ষিক সম্মতিতে *Inventory* প্রস্তুতের ভিত্তিতে ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করতঃ তৎবাবদ বৈদেশিক মুদ্রা *TT* অথবা *At Sight LC* এর মাধ্যমে পরিশোধ অথবা সমপরিমাণ পণ্য প্রতিস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই) ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুনঃরপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করবেন।

২.৫ ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে বিদেশী ক্রেতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের (এলসি) বিপরীতে রপ্তানি করা যাবে।

২.৫.১ ঋণপত্র (এলসি) ছাড়া রপ্তানি সুযোগ ঃ TT এর বিপরীতে ইএক্সপি ফরম ও শিপিং বিল দাখিল সাপেক্ষে রপ্তানি ঋণপত্র ব্যতিরেকে ক্রয় চুক্তি, ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তির আওতায় অগ্রিম মুল্য পরিশোধ এবং নগদ ক্রয় চুক্তির ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে।

২.৫.২ "বাইয়িং কন্ট্রাক্ট" বলতে কোন পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে বুঝাবে।

২.৬ **পুনঃ আমদানির জন্য সাময়িক রপ্তানি ঃ**

২.৬.১ (১) মেশিনারী, ইক্যুইপমেন্ট বা সিলিন্ডার মেরামত, রি-ফিলিং বা মেইনটেইন্যান্স ইত্যাদির জন্য বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের (সিসিআইএন্ডই) নিকট হতে রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট গ্রহণ করতে হবে।

(২) উপর্যুক্ত বিধানবলী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং উক্তরূপ প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে পোষক (*Sponso*) কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশিণ্টষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

(৩) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) বা সমজাতীয় মেশিনারীর ক্ষেত্রে টারবাইন উৎপাদনকারী অথবা ওভারহলকারী (*Overhauling*) প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে শর্ত/ঋণপত্র মোতাবেক টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) ও অন্যান্য সংশিণ্টষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করে তা প্রতিস্থাপন (*Replacement*) পূর্বক মেয়াদ উত্তীর্ণ টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি করার জন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের (সিসিআইএন্ডই) নিকট হতে রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ওভারহলকারী (*Overhauling)* প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি মোতাবেক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ/প্রতিস্থাপন ব্যয় পরিশোধ করা যাবে।

২.৬.২ আমদানিকৃত পণ্য মেরামত, প্রতিস্থাপন অথবা শুধুমাত্র পুনঃভর্তির (refilling) উদ্দেশ্যে সিলিন্ডার ও আইএসও ট্যাংক সাময়িকভাবে রপ্তানি করা যাবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর পণ্য আমদানি করা হবে মর্মে রপ্তানিকালে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট ইন্ডেমনিটি বন্ড (indemnity bond) প্রদান করতে হবে;

২.৬.৩ বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকৃত পণ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে বাংলাদেশী রপ্তানিকারককে উক্ত পণ্যের প্রতিস্থাপক পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেয়া হবে। তবে রপ্তানিকারককে নিম্নোক্ত দলিল কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে ঃ

(ক) বিক্রয় চুক্তির কপি;

(খ) ক্রেতার নিকট হতে ত্রুটিযুক্ত পণ্যের বিবরণসম্বলিত পত্র; এবং

(গ) কাস্টমস্ আইনের আওতায় পূরণীয় অন্য কোন শর্ত।

২.৬.৪ কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত carnete de passage অথবা কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত উপযুক্ত ইন্ডেমনিটি বন্ডের বিপরীতে পুনঃ আমদানির শর্তে কোন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যানবাহন সংগে নিতে পারবেন।

২.৬.৫ **ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো** (frustrated cargo) **পুনঃরপ্তানি -** কাস্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো পুনঃরপ্তানি করা যাবে।

২.৬.৬ নির্মাণ, প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক কোম্পানী চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত মেশিনারী ও সাজ-সরঞ্জামাদি নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে রপ্তানি-কাম-আমদানি করতে পারবেঃ

(ক) কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও এওয়ার্ডের কপি দাখিল করতে হবে; এবং

(খ) কাজ শেষে মেশিনারী ফেরৎ আনবে মর্মে প্রয়োজনীয় ইন্ডেমনিটি বন্ড প্রদান করতে হবে।

২.৭ **প্রাক-জাহাজীকরণ বাধ্যবাধকতা-** অন্যবিধ শর্ত না থাকলে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।

২.৮ **মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র-** যে সকল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সে সকল পণ্য রপ্তানিকালে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রপ্তানি বহুমুখীকরণ পদক্ষেপ

৩.১ পণ্য ও সেবাখাত ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন ঃ

৩.১.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, কমপণ্ঢায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগে কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯৪-এর আওতায় কয়েকটি খাত (পণ্য ও সেবা) ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলগুলোর কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরো কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ এ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। পণ্য ও সেবা খাতভিত্তিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত উদ্যোগ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র রপ্তানি উন্নয়ন ও রপ্তানি প্রসার কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩.২ পণ্য ও সেবা খাতসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

৩.২.১ উৎপাদন ও সরবরাহ স্ড়র, রপ্তানি ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় অবদান, আন্ড়র্জাতিক বাজারের চাহিদা সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতা বিবেচনায় এনে কতিপয় পণ্যকে "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত" এবং অন্য কতিপয় পণ্যকে "বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত" হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সরকার কর্তৃক সময় সময় এ তালিকার পরিবর্তন এবং এ সকল পণ্যের রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

৩.৩ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত

৩.৩.১ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত বলতে সে সকল খাতকে বুঝাবে যেখানে রপ্তানির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিবিধ কারণে এ সম্ভাবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি, তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। যথাঃ

(১) এগ্রো-প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেসিং পণ্য;
(২) পণ্ঢাস্টিক পণ্য;
(৩) জুতা ও চামড়াজাত পণ্য;
(৪) ফার্মাসিউটিকেলস্ পণ্য;
(৫) সফ্টওয়্যার ও আইসিটি পণ্য;
(৬) হোম টেক্সটাইল;
(৭) সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ শিল্প;
(৮) ফার্নিচার;
(৯) টেরি টাওয়েল; এবং
(১০) পর্যটন শিল্প।

৩.৪ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা

৩.৪.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা;

৩.৪.২ আয়কর রেয়াত প্রদান করা;

৩.৪.৩ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে বিশেষ রেয়াতসহ ডব্লিউটিও'র এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টার ভেইলিং মেজারস্-এর সাথে সংগতিপূর্ণ সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা বা ভর্তুকী প্রদান করা;

৩.৪.৪ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদান করা;

৩.৪.৫ রেয়াতী হারে বিমানে পরিবহণের সুযোগ প্রদান করা;

৩.৪.৬ শুল্ক প্রত্যর্পণ/বন্ড সুবিধা প্রদান করা;

৩.৪.৭ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সহায়ক শিল্প স্থাপনে সুবিধা প্রদান করা;

৩.৪.৮ পণ্যের মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী সুবিধা সম্প্রসারণ করা;

৩.৪.৯ পণ্য উৎপাদনে ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা;

৩.৪.১০ বহিঃর্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সহায়তা প্রদান করা; এবং

৩.৪.১১ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

৩.৫ বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত ঃ

৩.৫.১ যে সকল পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয় সে সকল পণ্যের রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নিম্নলিখিত পণ্যসমূহকে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবেঃ

(১) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (অটো-পার্টস ও বাইসাইকেলসহ) ;
(২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস পণ্য;
(৩) পাটজাত পণ্য;
(৪) তাঁত বস্ত্র;
(৫) সিরামিক পণ্য;
(৬) হিমায়িত মৎস্য;
(৭) প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং;
(৮) রাবার;
(৯) অমসৃণ হীরা ও জুয়েলারি; এবং
(১০) কসমেটিক্স এন্ড টয়লেট্রিজ।

৩.৬ বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধাঃ

৩.৬.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত হ্রাসকৃত হার সুদে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা;

৩.৬.২ সহজ শর্তে ও অপেক্ষাকৃত হ্রাসকৃত হার সুদে রপ্তানি ঋণ প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা;

৩.৬.৩ ডবিণ্ঢউটিও'র এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টার ভেইলিং মেজারস্-এর সাথে সংগতিপূর্ণ ভর্তুকী প্রদান করা;

৩.৬.৪ রেয়াতী হারে বিমানে পণ্য পরিবহণের সুযোগ প্রদান করা;

৩.৬.৫ শুল্ক প্রত্যর্পণ/বন্ড সুবিধা প্রদান করা;

৩.৬.৬ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে সহায়ক শিল্প স্থাপনের সুবিধাসহ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৩.৬.৭ পণ্যের মানোন্নয়নের জন্য কারিগরী সুবিধা সম্প্রসারণ করা;

৩.৬.৮ পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা;

৩.৬.৯ বহিঃর্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সুবিধা প্রদান করা;

৩.৬.১০ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা; এবং

৩.৬.১১ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

৩.৭ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্‌ড়্‌খাত প্রকল্পঃ

৩.৭.১ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্‌ড়্‌খাত প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রপ্তানি মূল্য প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বন্ড ব্যবস্থা, ডিউটি-ড্র-ব্যাক, সাবসিডি ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা হবে। অনুরূপভাবে এই প্রকল্পের আওতায় পণ্য উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ, বাণিজ্য সহযোগিতা এবং রপ্তানি বাণিজ্যের অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রকল্প নেয়া হবে;

৩.৭.২ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ৩টি পণ্য যথাঃ- ট্র্যাভিলিং ব্যাগ্স (Travelling Bags), টয় এবং হোম এ্যাপণ্ঢায়েন্স পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ।

চতুর্থ অধ্যায়

রপ্তানির সাধারণ সুযোগ- সুবিধা

৪.১ রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহারঃ

৪.১.১ রপ্তানিকারক রপ্তানি আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাদের রিটেনশন কোটায় বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন, যার পরিমাণ সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করবে। বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা প্রকৃত ব্যবসায়িক ব্যয় (*Bonafide business expenses*) (যেমন ব্যবসায়িক ভ্রমন, রপ্তানি মেলা ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ, বিদেশে অফিস স্থাপন ও পরিচালন, উৎপাদন উপকরণাদি/মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রভৃতি নির্বাহ করতে পারবে। এ ছাড়াও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত আবশ্যক ব্যয় হিসেবে বিদেশস্থ বিপণন প্রতিনিধির পারিশ্রমিক কিংবা বিদেশী এজেন্টের কমিশন রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা নির্বাহ করা যাবে।

৪.২ **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলঃ** ইপিবিতে একটি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) থাকবে। এ তহবিল থেকে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে ঃ

৪.২.১ পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান;

৪.২.২ পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরী পরামর্শ এবং সেবা ও প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৪.২.৩ বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৪.২.৪ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদেশে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন এবং ওয়্যারহাউজিং সুবিধা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

৪.২.৫ কারিগরী দক্ষতা ও বিপণন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে পণ্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান; এবং

৪.২.৬ পণ্য ও সেবাসহ বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

৪.৩ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাঃ

৪.৩.১ রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি সার্ভিস খাতে কর রেয়াত ও সাবসিডি বা ভর্তুকী দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে;

৪.৩.২ সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৩.৩ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৩.৪ WTO এর বিধান এর সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি সম্ভাবনাময়ী (emerging) খাত অর্থাৎ যে সব খাত বর্তমানে পণ্য উৎপাদনে সক্ষম এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও তাদের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে সে সব খাত -এ নগদ সহায়তা প্রদান বিবেচনা করা হবে।

৪.৪ রপ্তানির অর্থ সংস্থানঃ

৪.৪.১ রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (*Export Promotion Fund- EPF* বা *Export Development Fund-EDF*) থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে;

৪.৪.২ তৈরী পোশাক ছাড়াও অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং

৪.৪.৩ রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারীজ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে।

৪.৫ রপ্তানি ঋণঃ

৪.৫.১ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র (irrevocable letter of credit) অথবা নিশ্চিত চুক্তির (confirmed contract) অধীনে রপ্তানিকারকগণ যাতে ঋণপত্র অথবা চুক্তিতে বর্ণিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পেতে পারে, এ বিষয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে দেখবে;

৪.৫.২ রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন এবং ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অনলাইন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে;

৪.৫.৩ রপ্তানি খাতে স্বাভাবিক ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৪.৫.৪ পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয়ের সাফল্যের ভিত্তিতে ও ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারকের ক্যাশ ক্রেডিটসীমা নির্ধারণ করা হবে;

৪.৫.৫ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্রের অধীনে সাইট-পেমেন্টের ভিত্তিতে যদি পণ্য রপ্তানি করা হয়, সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় রপ্তানি দলিলপত্র জমা দেয়ার শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদ ধার্য করবে না;

৪.৫.৬ রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি “এক্সপোর্ট ক্রেডিট সেল” চালু করতে পারে। একইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রপ্তানির অর্থ সংস্থানের জন্য “বিশেষ ক্রেডিট ইউনিট” স্থাপন করবে;

৪.৫.৭ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন “রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি” থাকবে এবং কমিটি রপ্তানি ঋণের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ প্রবাহ পর্যালোচনা ও মনিটর করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে এই “ঋণ মনিটরিং কমিটি”র কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

৪.৫.৮ ব্যাংকসমূহের সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৫.৯ রাশিয়াসহ অন্যান্য সিআইএস দেশসমূহ, মায়ানমার এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারের প্রয়োজনে ব্যাংকিং সুবিধা স্থাপন/জোরদারকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৫.১০ "এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (*ECGS*)" এর অনুরূপ ফান্ড গঠন করে তার আওতায় ক্ষতিগ্রস্ড় রপ্তানি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪.৫.১১ অনুমোদিত ডিলার মূল ঋণপত্রের অধীনে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে অভ্যন্ড়রীণ ব্যাক-টু ব্যাক এলসি খুলতে পারবে; এবং

৪.৫.১২ রপ্তানি ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের সুদের হার, এলসি কমিশন, বিবিধ সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক গ্যারান্টি কমিশন ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হবে।

৪.৬ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম ঃ

৪.৬.১ অপ্রচলিত খাতে রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ-বীমা প্রিমিয়াম দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এ ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক জাহাজীকরণের পর প্রিমিয়াম পরিশোধে রেয়াত পেতে পারে।

৪.৭ অপ্রচলিত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদানঃ

৪.৭.১ অপ্রচলিত ও নতুন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ হতে হবে;

৪.৭.২ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হবে।

৪.৮ রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধাঃ

৪.৮.১ আমদানি-নির্ভর রপ্তানি শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়ার বিষয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিবেচনা করে দেখবে। প্রধানতঃ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা সম্প্রসারণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। কতিপয় শর্তাদির আওতায় ট্রেডিং হাউস ও এক্সপোর্ট হাউসকেও বাড়তি বন্ডেড সুবিধা প্রদান করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে;

৪.৯ অধিক মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্যের ব্রান্ড নেইম-এর প্রচলন উৎসাহিত করা হবে।

৪.১০ শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা প্রদানঃ

৪.১০.১ সরকার শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা হিসেবে সাবসিডি (নগদ সহায়তা) দিতে পারে। সহায়তার হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এ সুবিধা অন্যান্য খাতেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৪.১১ রপ্তানি সহায়ক সার্ভিসের ওপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ সহজীকরণঃ

৪.১১.১ রপ্তানি সহায়ক সার্ভিস যেমন, সি এন্ড এফ সেবা, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, বিদ্যুৎ, বীমা-প্রিমিয়াম, শিপিং এজেন্ট কমিশন/বিলের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট প্রত্যর্পণ করার সহজ পন্থা উদ্ভাবন করা হবে।

৪.১২ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধাঃ

৪.১২.১ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং এগুলো ব্যাংক-ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে;

৪.১২.২ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবশিষ্ট ২০% পণ্যের শুল্ক ও কর নিরূপণ পদ্ধতি সহজীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৪.১২.৩ অধিকতর Compliant হওয়ার জন্য রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৪.১২.৪ Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে;

৪.১২.৫ প্রধানত: রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ১০% খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতি ২ বছর অন্তর শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগ দেয়া হবে; এবং

৪.১২.৬ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ অগ্রাধিকার ও জরুরী ভিত্তিতে সংযোগসহ সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪.১৩ আকাশপথে ফলমূল ও শাক-সব্জিসহ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদানঃ

৪.১৩.১ ফলমূল ও শাক-সব্জি, অর্নামেন্টাল পণ্ল্যান্ট প্রভৃতি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমান ভাড়ার সুবিধা দেয়ার বিষয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিবেচনা করবে।

৪.১৪ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশী এয়ার-লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রয়্যালটি প্রত্যাহারঃ

৪.১৪.১ শাক-সব্জি পরিবহণের রয়্যালটি গ্রহণ করা হয় না। একই ধরণের সুবিধা ফলমূলসহ বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বহাল রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং

৪.১৪.২ বিদেশী এয়ার লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিসে স্পেস বৃদ্ধি এবং যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় ফলমূল, শাক-সব্জি ইত্যাদি বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪.১৫ রপ্তানিমুখী ছোট ও মাঝারী খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদানঃ

৪.১৫.১ রপ্তানির উদ্দেশ্যে শাকসব্জি, ফলমূল, তাজা ফুল, অর্কিড প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানকল্পে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) একর পর্যন্ত কৃষি খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা দেয়া হবে;

৪.১৫.২ পণ্যের দ্রুত পঁচনরোধে কূলচেইন (cool chain) স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে রিফার ভ্যান ও রিফার কনটেইনার আমদানিকে উৎসাহিত করা হবে; এবং

৪.১৫.৩ রপ্তানিমুখী শিল্পে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমই ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪.১৬ গবেষণা এবং উন্নয়নঃ

৪.১৬.১ রপ্তানি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আমদানি করমুক্ত রাখার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরীক্ষা করে দেখবে। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুবিধা ভোগের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

৪.১৭ সাব-কন্ট্রাক্টিং ভিত্তিক রপ্তানিতে উৎসাহ ও সুবিধাঃ

৪.১৭.১ প্রকৃত কার্যাদেশ লাভের পূর্বে যোগাযোগ, প্রতিনিধি প্রেরণ, বিদেশ ভ্রমণ, টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় ইত্যাদির জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ বার্ষিক ১৫,০০০ মাঃ ডলার পর্যন্ড় ব্যয় করতে পারবে। এর অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে;

৪.১৭.২ বিদেশে অফিস স্থাপন ও কর্মচারী নিয়োগের অনুমতি প্রদান; এবং

৪.১৭.৩ সাধারণ বীমা কর্তৃক প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের অনুকূলে ব্যক্তিগত প্রফেশনাল গ্যারান্টি/বীমা প্রদান করা হবে।

৪.১৮ মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদানঃ

৪.১৮.১ বিদেশী বিনিয়োগকারী ও বাংলাদেশী পণ্যের আমদানিকারককে মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের বাণিজ্যিক কর্মকর্তাগণকে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/দূতাবাসে সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

৪.১৯ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

৪.১৯.১ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ড় বিশেষতঃ ডবিণ্ডউটিও বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.২০ বিদেশে আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও একক প্রদর্শনী আয়োজন এবং অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণঃ

৪.২০.১ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক দেশীয় প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে এবং বিদেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে।

৪.২১ রপ্তানি বিষয়ক প্রশিক্ষণ জোরদারঃ

৪.২১.১ রপ্তানি বাণিজ্যের বিধি-বিধান সম্পর্কে রপ্তানিকারককে অবহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করবে।

৪.২২ স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণঃ

৪.২২.১ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থায়ী মেলা কমপেণ্ডক্স ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা হবে; এবং

৪.২২.২ বাজার অনুসন্ধান ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে সকল সহায়তা দেয়া হবে।

৪.২৩ বিদেশী ক্রেতাদের সমাগম ও তাদের নিকট রপ্তানি পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোসহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশে আন্ড়র্জাতিক মানের সাধারণ এবং পণ্যভিত্তিক মেলার আয়োজন করা হবে।

৪.২৪ পণ্য জাহাজীকরণঃ

৪.২৪.১ পণ্য জাহাজীকরণ/পরিবহণ ব্যবস্থা সহজ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কেউ বিমান চার্টার করতে চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে; এবং

৪.২৪.২ আমদানি ও রপ্তানি পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে শুল্কায়ন সম্পর্কিত সেবাসমূহ দ্রুততর করার নিমিত্ত ওয়ানস্টপ ব্যবস্থাসহ অটোমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার আরো বৃদ্ধি করা হবে ।

৪.২৫ সরাসরি বিমান-বুকিং ব্যবস্থাঃ

৪.২৫.১ দেশের উত্তরাঞ্চলের টাটকা শাক-সব্জি ও অন্যান্য পঁচনশীল পণ্য যাতে সহজে গন্ড়ব্যস্থলে পৌঁছানো যায় এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন থাকে তার সুবিধার্থে রাজশাহী ও সৈয়দপুর বিমান বন্দর থেকে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

৪.২৬ অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানঃ

৪.২৬.১ কম্পোজিট নিট/ হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোকে অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৪.২৭ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) স্থাপনঃ

৪.২৭.১ রপ্তানিকারকগণ যাতে সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন সেজন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ট্রেড ইনফরমেশন সেন্টার (টিআইসি) কে আরও জোরদার ও আধুনিকীকরণ করা হবে।

৪.২৮ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি-সুবিধাঃ

৪.২৮.১ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল এবং বৈদেশিক বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প/ প্রকল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় দ্রব্য ও কাঁচামাল "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" বলে বিবেচিত হবে; এবং

৪.২৮.২ টেন্ডার ব্যতিরেকে ক্রেতার নিকট সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয়কে "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" গণ্য করে প্রয়োজনীয় সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.২৯ বিবিধঃ

৪.২৯.১ ঢাকায় একটি ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৪.২৯.২ বিদেশে বিশেষ ধরণের ওয়্যার হাউস স্থাপনসহ ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউস, বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিত করা হবে;

৪.২৯.৩ রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.২৯.৪ পণ্য ও সেবা খাতভিত্তিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট /কাউন্সিল স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়া হবে;

৪.২৯.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রপ্তানিকারক কর্তৃক বিদেশে এজেন্সী নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৪.২৯.৬ ডবি্লউটিও-এর নীতিমালায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা চিহ্নিতকরণ এবং তা সংশি্লষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৪.২৯.৭ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০ অর্জনে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.২৯.৮ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত এলসি ফরমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সম্বলিত কোড প্রণয়ন করা হবে;

৪.২৯.৯ আর্থিক ও রাজস্ব সুযোগ-সুবিধাগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং

৪.২৯.১০ এগ্রো প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেসিং পণ্যসমূহের রপ্তানির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথ, রেলপথ ও সড়ক পথে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪.২৯.১১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে ও অন্যান্য সংশি্লষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং জাতীয় ট্রেড পোর্টালের আওতায় একটি ডাটাব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হবে। এই ডাটাব্যাংক রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, এন,বি,আর এবং অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী ষ্টেকহোল্ডারদেরকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করবে। এই ডাটাব্যাংকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর তথ্য-উপাত্ত থাকবে ঃ

- পণ্যভিত্তিক মূল্যমান এবং পরিমাণসহ রপ্তানি উপাত্ত ;
- রপ্তানি মূল্য এবং খাতওয়ারী রপ্তানি আয় ;
- দেশভিত্তিক পণ্য আমদানির পরিমাণ ও ব্যয়;
- দেশভিত্তিক বিভিন্ন পণ্যের (যেগুলো বাংলাদেশ উৎপাদন ও রপ্তানি করে থাকে) উৎপাদনের উপাত্ত;
- আমদানি ও রপ্তানি মূল্য সূচক ;
- বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বিপণনকারীদের তালিকা;
- পণ্যভিত্তিক চাহিদা ও সরবরাহের পার্থক্য;
- খাতওয়ারী বিনিয়োগ ও অর্থায়নের উপাত্ত;
- বিভিন্ন দেশের শুল্কহার সুবিধা (*GSP, PC, APTA,SAFTA* ইত্যাদি);
- রুলস্ অব অরিজিন এর শর্তসমূহ;
- স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির শর্তসমূহ;
- অন্যান্য।

পঞ্চম অধ্যায়

রপ্তানির পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি

৫.১ তৈরী পোশাক শিল্পঃ

৫.১.১ বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৈরী পোশাক রপ্তানির 'লীড টাইম' কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৫.১.২ উপযুক্ত অবকাঠামোগত ও ইউটিলিটি সুবিধাসহ একাধিক উপযুক্ত স্থানে 'পোশাক পল্লী' স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.১.৩ পোষাক শিল্প পল্লীতে বর্জ্য পানি শোধন প্ল্যান্ট (waste water treatment plant) স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৫.১.৪ তৈরী পোষাক কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং কারখানা পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স শর্ত প্রতিপালনে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তাছাড়া সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে একটি সমন্বিত ও যৌক্তিক কমপ্লায়েন্স নীতিমালা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.১.৫ পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.১.৬ শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্য বাজার তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে পণ্য বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে;

৫.১.৭ তৈরী পোষাকের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় বস্ত্র ও তৈরী পোষাক মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৫.১.৮ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে; এবং

৫.১.৯ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য শুল্কের সমপরিমাণ ব্যাংক-গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উল (artificial wool) দ্বারা বন্ড লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে বন্ডবহির্ভূত এলাকায় হাতে বোনা সোয়েটার রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সুযোগ দেয়া হবে।

৫.১.১০ দেশে তুলা সরবরাহ নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক পরিষদ গঠন করা হবে।

৫.১.১১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৫.১.১২ দেশের সকল তৈরী পোশাক কারখানার জন্য বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ধরণের ক্রেতাদের চাহিদা সমন্বয় করে ন্যূনতমভাবে পালনযোগ্য একটি *Standard Unified Code of Compliance* প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫.২ হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্য শিল্প ঃ

৫.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি চাষকে উৎসাহিত করা হবে;

৫.২.২ হিমায়িত খাদ্য খাতে মূল্য-সংযোজিত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির লক্ষ্যে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান করা হবে;

৫.২.৩ চিংড়ি/চিংড়িজাত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বে "সীল অব কোয়ালিটি অর্গানাইজেশন" বা সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.২.৪ পণ্যের উন্নতমান এবং এসপিএস (sanitary and phyto-sanitary) সংশিণ্টষ্ট মান নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী বা যৌথ উদ্যোগে মান সম্পন্ন accredited টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৫.২.৫ চিংড়ির মানোন্নয়ন ও রোগ প্রতিকারের জন্য গবেষণা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ বেসরকারী পর্যায়ে ল্যাবরেটরী স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হবে;

৫.২.৬ হিমায়িত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে অপরিহার্য মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি আমদানি উৎসাহিত করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তর ও বিসিএসআইআর তাদের accredited টেস্টিং ল্যাবরেটরী উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫.২.৭ হ্যাচিং থেকে মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং-এর সকল পর্যায়ে একটি বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা বা ট্রেসেব্যালিটি সিস্টেম গড়ে তোলা হবে যাতে করে দূষিত (contaminated) হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির আশংকা কমিয়ে আনা যেতে পারে;

৫.২.৮ হিমায়িত খাদ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৫.২.৯ বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) কর্তৃক তৈরী "ভিশন-২০১৫" বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.২.১০ রপ্তানিযোগ্য চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হবে;

৫.২.১১ হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বহুমুখীকরণে সহায়তা দেয়া হবে; এবং

৫.২.১২ আমদানিকৃত ফিশ-ফিড ব্যবহারের উপযোগী কি না এবং তাতে কোন দূষিত বা নিষিদ্ধ উপাদান বা সাবসটেন্স আছে কিনা, তা পণ্য চালান খালাসের পূর্বে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। নিষিদ্ধ উপাদানের হালনাগাদ তালিকা মৎস্য অধিদপ্তর অথবা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সময় সময়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

৫.৩ বাঁশ -বেত ও নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা প্রস্তুত হস্তশিল্পঃ

৫.৩.১ ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে কারুপলণ্টী স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৫.৩.২ হস্তশিল্পজাত পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্য করার জন্য বাঁশ, বেত ও কাঠের বাণিজ্যিক উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে;

৫.৩.৩ বাঁশ, বেত, কচুরীপানা, নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৩.৪ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে নতুনত্ব ও বৈচিত্রতা আনয়নের জন্য ডিজাইন বা নক্সা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। একটি নক্শা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ বিসিক নিতে পারে।

৫.৩.৫ হস্তশিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে; এবং

৫.৩.৬ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলাক্রাফট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৪ চা শিল্পঃ

৫.৪.১ চা বাগানের আওতাধীন অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৪.২ রুগ্ন চা বাগানগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৫.৪.৩ মূল্য প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে চা বাগানগুলোর মধ্যে গ্যাস সংযোগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৫.৪.৪ যে সকল চা বাগানের ইজারা কার্যক্রম এখনও সম্পাদিত হয়নি, তা দ্রুত সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া হবে;

৫.৪.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে চায়ের গুণগতমান উন্নয়ন ও চায়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চা কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংককে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৪.৬ দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রাকার খামারে চা উৎপাদনকারীদের ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে;

৫.৪.৭ প্যাকেট-চা রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমদানিকৃত মোড়ক সামগ্রীর জন্য এফওবি মূল্যের ওপর বিধি মোতাবেক ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা/বন্ড সুবিধা প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে ও বিনা শুল্কে মোড়ক সামগ্রী আমদানির সুযোগ দেয়া হবে;

৫.৪.৮ বিদেশে চায়ের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে; এবং

৫.৪.৯ বিদেশে বাংলাদেশী চা বাজারজাতকরণে ব্র্যান্ড নেইম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত বেণ্ডিং ও ডিষ্ট্রিবিউটিং সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হবে।

৫.৫ পাট শিল্পঃ

৫.৫.১ পাটজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও পাটকল বিএমআরই ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পাট শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত ‘পণ্ড্যান অব এ্যাকশন’ গ্রহণ করা হবে;

৫.৫.২ বিভিন্ন দেশে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে;

৫.৫.৩ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে পাটের পরিবেশ সহায়ক গুণাগুণ তুলে ধরে পাটের ব্যবহার জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৫.৫.৪ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে; এবং

৫.৫.৫ পাটজাত পণ্যের বৈচিত্র আনার লক্ষ্যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনে সরকারী সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৬ চামড়া শিল্পঃ

৫.৬.১ রুগ্ন চামড়া শিল্প কারখানাগুলোকে পলিসি সাপোর্টের মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফশিলিকরণ সুবিধা প্রদান করা হবে;

৫.৬.২ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রতিযোগিতা (competition) করার শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৬.৩ আমদানি বিকল্প চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল তৈরী শিল্প, জুতার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও চামড়া শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ (accessories) দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ বা যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে;

৫.৬.৪ পশুর শরীর থেকে চামড়া খালাস পদ্ধতি, প্রিজারভেশন, পরিবহণ, সংরক্ষণ ইত্যাদির বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে যাতে করে চামড়া আহরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে পৃথকভাবে কসাই ও চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন অব্যাহত থাকবে;

৫.৬.৫ লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে যাতে শিল্প উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকগণ সংশ্লিষ্ট থাকবেন;

৫.৬.৬ চামড়াজাত পণ্য ও জুতা শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জয়েন্ট ভেঞ্চার ইনভেস্টমেন্টকে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৬.৭ ১০০% রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্পের জন্য বিদ্যমান বন্ড সুবিধা অধিকতর সহজ ও সময়োপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৫.৬.৮ বিদ্যমান শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ পদ্ধতি সহজ করা হবে;

৫.৬.৯ চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও রুগ্ন চামড়া শিল্পে বিএমআরই ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চামড়া শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' গ্রহণ করা হবে;

৫.৬.১০ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে;

৫.৬.১১ দেশের প্রধান প্রধান শহরে পৌর বিভাগের সহায়তা নিয়ে স্লটার হাউস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৬.১২ সাভারে নির্মাণাধীন চামড়া শিল্প পলীতে শিল্প ইউনিট স্থানান্তরে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

৫.৬.১৩ সাভারস্থ চামড়া শিল্প পলীতে কেন্দ্রীয়ভাবে ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং ক্লীন টেকনোলজি স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৬.১৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য উন্নত রসায়নাগার স্থাপনসহ সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে;

৫.৬.১৫ চামড়া শিল্পের ব্যবস্থাপনা সংকট উত্তরণের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;

৫.৬.১৬ কাঁচা চামড়া সহজলভ্য করার জন্য দেশে গবাদি পশু পালন এবং লীন্ সিজনে (lean season) কাঁচা চামড়া আমদানি উৎসাহিত করা হবে;

৫.৬.১৭ চামড়া শিল্পে নিম্ন হারযুক্ত নাইট্রোজেন ও সোডিয়াম ক্লোরেট ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে;

৫.৬.১৮ ট্যানারী মালিক ও এজেন্টদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করা হবে যাতে করে ট্যানারী মালিকদের সেলস্ নেগোশিয়েশন ও মার্কেটিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায়;

৫.৬.১৯ হাজারীবাগ থেকে সাভার ট্যানারী পল্লীতে শিল্প ইউনিট স্থানান্তরে ট্যানারী মালিকদের ক্রাষ্ট লেদার থেকে ফিনিশড্ লেদার উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করা হবে;

৫.৬.২০ জুতা ও চামড়াজাত পণ্যের বৈচিত্র আনার লক্ষ্যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারটিকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৬.২১ রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ডিজাইন ও ফ্যাশন ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ লেদার টেকনোলজি কলেজকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৫.৬.২২ জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য ব্যাকওয়ার্ড/ফরওয়ার্ড-লিংকেজ শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে; এবং

৫.৬.২৩ চামড়া শিল্পের জন্য কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৭ মৃৎ শিল্পঃ

৫.৭.১ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যবাহী মৃৎ শিল্প উৎপাদন এবং উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে;

৫.৭.২ মৃৎ শিল্প উৎপাদনে নতুনত্ব ও বৈচিত্রময়তা আনায়নের লক্ষ্যে ডিজাইন ও নকশা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং এ বিষয়ে বিসিকের নকশা কেন্দ্র উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং

৫.৭.৩ মৃৎ শিল্প উন্নয়নের জন্য চারুকলা ইনস্টিটিউট এর আওতায় মৃৎ শিল্পীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

৫.৮ অন্যান্য খাতঃ

৫.৮.১ রপ্তানিযোগ্য শাক-সব্জি উৎপাদনের জন্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিংকে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৮.২ শাক-সব্জি ও ফলমূল উৎপাদনের জন্য উদ্যোগী রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সরকারী খাসজমি বরাদ্দ দেয়া এবং রপ্তানি পলণ্টী গঠনে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৮.৩ শাক-সব্জি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফলমূল রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৮.৪ আলু চাষ, উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৫.৮.৫ শাক-সব্জি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফলমূল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে;

৫.৮.৬ কৃষিভিত্তিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল প্রকার সংক্রমণমুক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মূল উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে;

৫.৮.৭ হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পাশে *Central Warehouse* এবং *Cool Chain System* স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৮.৮ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে আইসিটি'র সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

৫.৮.৯ আইটি খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগে যোগাযোগ জোরদারকরাসহ বিদেশে বিপণন কেন্দ্র খোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হবে;

৫.৮.১০ সফ্টওয়্যার উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য দেশে একটি "আইটি ভিলেজ" স্থাপনের উদ্যোগ জোরদার করা হবে;

৫.৮.১১ ন্যাশনাল আইটি ব্যাক-বোন-এর সাথে সাব-মেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ, হাই স্পীড ডাটা ট্রান্সমিশন লাইন সহজলভ্য করা এবং আঞ্চলিকভাবে আইটি খাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৫.৮.১২ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৫.৮.১৩ আইটি খাতের রপ্তানি প্রসারে জন্য *Country Branding* এর লক্ষ্যে ইপিবি ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৫.৮.১৪ ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে পাসবুক পদ্ধতি/ভিন্নতর পদ্ধতি চালু করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে;

৫.৮.১৫ ঔষধ খাতের রপ্তানি সম্ভাব্যতা বিবেচনায় এনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে Active Pharmaceutical Ingredient পার্ক ও Common Lab প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৮.১৬ হালকা প্রকৌশল (লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং) শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঢাকার অদূরে "লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাষ্টার ভিলেজ" গড়ে তোলা হবে;

৫.৮.১৭ হালকা প্রকৌশল খাতের উন্নয়নের জন্য একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী ও কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার গড়ে তোলা হবে;

৫.৮.১৮ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের মানোন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি "এগ্রো-প্রডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল" গঠন করা হবে;

৫.৮.১৯ ভেষজ উদ্ভিদ, ঔষধ ও সামগ্রী উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় এক্রিডেটেড সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৮.২০ ভেষজ সামগ্রী খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য হারবাল প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হবে;

৫.৮.২১ জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্যাংক গ্যারান্টি কমিশনসহ অন্যান্য সার্ভিস চার্জ বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হবে;

৫.৮.২২ প্লাস্টিক পণ্যের পরীক্ষা ও সনদ প্রদানের জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৮.২৩ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে অলঙ্কার সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানিকে উৎসাহিত করা হবে;

৫.৮.২৪ আমদানিকৃত অমসৃণ হীরা প্রক্রিয়াকরণের পর রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ১৮-আইন/২০০৬ তারিখ- ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ ইং অনুযায়ী শিল্প উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে; এবং

৫.৮.২৫ খেলনা ও ইমিটেশনের গহনা উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেবা রপ্তানি

৬.০ সেবা খাত বলতে সাধারণতঃ ডব্লিউ টি ও (WTO) এর General Agreement on Trade in Services (GATS) এর অধীন নির্ধারিত সেবা সমূহ বুঝাবে, যথাঃ-

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম;

২. কনস্ট্রাকশন বিজনেস;

৩. স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত যেমন, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও নার্সিং সেবা;

৪. হোটেল ও পর্যটন সংক্রান্ত সেবা;

৫. কনসাল্টিং সার্ভিসেস;

৬. ল্যাবরেটরী টেস্টিং;

৭. ফটোগ্রাফি কার্যক্রম;

৮. টেলিকমিউনিকেশনস্;

৯. পরিবহণ ও যোগাযোগ;

১০. ওয়্যারহাউস ও কনটেইনার সার্ভিস;

১১. ব্যাংকিং কার্যক্রম;

১২. লিগ্যাল ও প্রফেশনাল সার্ভিস;

১৩. শিক্ষা সেবা ইত্যাদি;

১৪. সিকিউরিটি সার্ভিস;

১৫. প্রিশিপমেন্ট ইনস্পেকশন (পিএসআই); এবং

১৬. আউটসোসিং।

৬.১ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি সমন্বিত পণ্যান অব এ্যাকশন প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৬.২ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো পণ্য খাতের পাশাপাশি সেবা খাতের রপ্তানি পরিসংখ্যান তৈরীরও উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৬.৩ সেবা খাতে রপ্তানি উন্নয়নের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে;

৬.৪ সেবা খাতে রপ্তানি উন্নয়নের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর নেতৃত্বে সংশিণ্টষ্ট সেবা খাত সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে "সেবা রপ্তানি উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি" নামে একটি কমিটি কাজ করবে;

৬.৫ বিভিন্ন সেবা খাত ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

রপ্তানি উন্নয়নের বিবিধ পদক্ষেপসমূহ

৭.১ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড় এসআরও নং ১৮-আইন/২০০৮/২১৭৪/শুল্ক, তারিখ ১৩-১-২০০৮ যোগে জারীকৃত ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স(লাইসেন্সিং কার্য পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্সগণ পরিচালিত হবে;

৭.২ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক, কাষ্টম, চট্রগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর আধুনিকীকরণ, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করা হবে;

৭.৩ সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য Express Line নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং শিল্পে (ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল) ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চার্জ ভর্তুকী সহকারে যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.৪ মংলা বন্দরে কন্টেইনার জাহাজ এবং ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করা হবে;

৭.৫ কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য বিমানে অতিরিক্ত স্পেস বরাদ্দসহ পৃথক কার্গো বিমানের ব্যবস্থা এবং বিমান ও জাহাজ ভাড়া যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা হবে;

৭.৬ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক ইউরোপের সাথে নিয়মিত “Cargo Freighter Service” প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.৭ অঞ্চলভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে;

৭.৮ পণ্য পরিবহনে রেল সার্ভিসকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক ভাড়ার হার নির্ধারণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা হবে;

৭.৯ রপ্তানি ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর মহিলা সিআইপি নির্বাচন ও শ্রেষ্ঠ মহিলা উদ্যোক্তাদের রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হবে;

৭.১০ রপ্তানি উন্নয়নের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং

৭.১১ পণ্য ভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর একটি পণ্যকে “প্রডাক্ট অব দি ইয়ার” (Product of the year) ঘোষণা করা হবে।

৭.১২ **মূল্য সংযোজন হার যৌক্তিকীকরণঃ**

৭.১২.১ একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি সময় সময় তৈরী পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য সংযোজন হার নির্ধারণ করবে;

৭.১২.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ মেরামত বাবদ প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হয়েছে শর্তে তা সেবা খাতে রপ্তানি আয় হিসেবে গণ্য করা হবে।

পরিশিষ্ট-১

রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা

৮.১ সয়াবিন তেল, পাম অয়েল।

৮.২ (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথাঃ ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, লুব্রিক্যান্ট অয়েল, বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) ব্যতিরেকে সকল পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য। তবে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের হিসাবের পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(খ) রপ্তানি নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত মালামালের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশে তৈরী ২০০ (দুই শত) মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য কোন যাত্রী বিদেশে যাওয়ার সময় একোম্প্যানিড ব্যাগেজে সংগে নিতে পারবেন। এইরূপে বিদেশে নেয়া পণ্যের বিপরীতে শুল্ক কর প্রত্যর্পণ/ সমন্বয়, ভর্তুকী ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে না।

৮.৩ পাটবীজ ও শনবীজ।

৮.৪ গম।

৮.৫ ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশের (রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং ২৩, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে (সংশোধিত) প্রথম তালিকায় বর্ণিত প্রজাতি ব্যতীত উক্ত অধ্যাদেশে উল্লিখিত সব রকমের জীবন্ত প্রাণী, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বন্যপ্রাণীর চামড়া ।

৮.৬ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

৮.৭ তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

৮.৮ পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু।

৮.৯ মনুষ্যকঙ্কাল, রক্তের প্লাজমা অথবা মনুষ্য অথবা মনুষ্য রক্ত দ্বারা উৎপাদিত অন্য কোন সামগ্রী।

৮.১০ সকল প্রকার ডাল (প্রক্রিয়াজাত ডাল ব্যতীত)।

৮.১১ চিল্ড, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি।

৮.১২ পেঁয়াজ।

৮.১৩ হরিণা ও চাকাসহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতীর PUD, Cooked চিংড়ি ছাড়া 71/90 Count বা তার চেয়ে ছোট আকারের সামুদ্রিক চিংড়ি।

৮.১৪ বেত, কাঠ ও কাঠের গুড়ি/স্থূল কাষ্ঠ খন্ড (এই সব দ্বারা প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্প সামগ্রী ব্যতীত)।

৮.১৫ সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।

৮.১৬ কাঁচা ও ওয়েট-বণ্টু চামড়া।

পরিশিষ্ট-২

শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকা

৯.১ **ইউরিয়া ফার্টিলাইজার -** কাফকো ব্যতীত অন্যান্য ফ্যাক্টরীগুলিতে প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া ফার্টিলাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে।

৯.২ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, গান, নাটক, ছায়াছবি, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ফর্মে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে।

৯.৩ প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথাঃ- ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। তবে কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকে লুব্রিকেটিং ওয়েল রপ্তানি করা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে রপ্তানির পরিমান বিষয়ক তথ্য অবগত করতে হবে।

৯.৪ রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ২০০৬ এর তফসিল ১, ২ ও ৩ এ বর্ণিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি উক্ত আইনের ৯ ধারার বিধান মোতাবেক রপ্তানি নিষিদ্ধ বা রপ্তানিযোগ্য হবে।